এসএসএফ এর ৩১তম প্রতিষ্ঠা বার্ষিকী উদযাপন অনুষ্ঠান

ভাষণ

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী

শেখ হাসিনা

শাপলা, প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়, ঢাকা, শনিবার, ৩১ আষাঢ় ১৪২৪, ১৫ জুলাই ২০১৭

বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহিম

সহকর্মীবৃন্দ,
সেনা, নৌ ও বিমান বাহিনী প্রধান,
স্পেশাল সিকিউরিটি ফোর্সের মহাপরিচালক ও সদস্যবৃন্দ,
উপস্থিত সুধিমন্ডলী,

আসসালামু আলাইকুম।

স্পেশাল সিকিউরিটি ফোর্সের **৩১তম প্রতিষ্ঠা বার্ষিকী** উপলক্ষে আয়োজিত দরবার অনুষ্ঠানে উপস্থিত হতে পেরে আমি আনন্দিত। আমি এই বাহিনীর সকল সদস্যকে আমার আন্তরিক অভিনন্দন ও শুভেচ্ছা জানাচ্ছি।

আমি স্মরণ করছি সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি, জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে-যাঁর নেতৃত্বে আমরা পেয়েছি স্বাধীন স্বার্বভৌম বাংলাদেশ। স্মরণ করছি মহান স্বাধীনতা যুদ্ধে শাহাদৎ বরণকারী ৩০ লক্ষ শহিদ এবং ০২ লক্ষ মা-বোনকে। যাঁদের রক্ত এবং সম্ভ্রমের বিনিময়ে আমরা অর্জন করেছি মহান স্বাধীনতা।

বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর সাথে আমাদের পরিবারের আছে গভীর বন্ধন। আমার ভাই শহিদ ক্যাপ্টেন শেখ কামাল বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর সদস্য হিসেবে মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণ করেন। অপর ভাই মুক্তিযোদ্ধা শহিদ লেফটেন্যান্ট শেখ জামাল বৃটেনের স্বনামধন্য স্ট্যান্ডহার্স্ট মিলিটারী একাডেমি থেকে কমিশন লাভ করে বাংলাদেশ সেনাবাহিনীতে নিযুক্ত হন। সবার ছোট ভাই শেখ রাসেলেরও ইচ্ছা ছিল বড় হয়ে সে সেনাবাহিনীতে যোগদান করে দেশ সেবা করবে। সে সেনাসদস্যের কর্মকান্ড দেখে খুবই উৎসাহবোধ করত। কিন্তু ঘাতকের বুলেট দশ বছরের শিশুটির ছোট্ট বুক বিদীর্ণ করায় তার স্বপ্নেরও যবনিকা হয়। আমি তোমাদের মাঝে আমার হারানো ভাইদের স্মৃতি খুঁজে পাই।

এসএসএফ দীর্ঘ ৩১ বছর যাবত রাষ্ট্রের অতি গুরুত্বপূর্ণ এবং রাষ্ট্র ঘোষিত গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তিবর্গের নিরাপত্তার দায়িত্ব অত্যন্ত দক্ষতা ও নিষ্ঠার সাথে পালন করে আসছে। প্রতিষ্ঠার পর থেকেই উঁচু মনোবল, প্রশ্নাতীত আনুগত্য ও অত্যন্ত পেশাদারিত্বের সাথে এই সংগঠনটি কাজ করে যাচ্ছে।

আমি বিশ্বাস করি যে, বিগত ৩১ বছর যাবৎ এসএসএফ এর সদস্যরা যেভাবে তাঁদের আনুগত্য এবং দায়িত্ববোধকে সমুন্নত রেখেছে, সেইভাবে ভবিষ্যতেও তাঁরা এই অনন্য বৈশিষ্ট্য বজায় রেখে কর্তব্য পালন করবে।

রাষ্ট্রের অতিগুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তিবর্গের নিরাপত্তার বিষয়টিতে রাষ্ট্রের নিরাপত্তা ব্যবস্থার সার্থকতার প্রতিফলন ঘটে। তাই এই বাহিনীকে উন্নত মানবসম্পদ, প্রযুক্তিগত উৎকর্ষ, পূর্ণ আনুগত্য এবং পেশাদারিত্বের মানদন্ডে একটি চৌকষ ও যুগোপযোগী বাহিনী হিসেবে তৈরি থাকতে হবে। এ জন্যেই স্পেশাল সিকিউরিটি ফোর্সে শুধুমাত্র সুশৃঙ্খল বাহিনী অর্থাৎ সশস্ত্র বাহিনী, পুলিশ এবং আনসার এর পেশাদার, দক্ষ ও বিশেষ প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত কর্মকর্তাদের নিয়োগ করা হয়ে থাকে।

এসএসএফ-এর সদস্যদের দক্ষতা, আনুগত্য এবং পেশাদারিত্বের সাথে দায়িত্ব পালন করতে হয়। আর এই পেশাদারী মনোভাব একজন এজেন্টের ব্যক্তিত্বের অনন্য বৈশিষ্ট্য হিসেবে বিবেচিত।

বাংলাদেশে যে সকল রাষ্ট্র বা সরকার প্রধানগণ সফর করেছেন, তাঁরা সকলেই এসএসএফ-এর পেশাদারিত্বের প্রশংসা করেছেন। যা এই বাহিনীর প্রধান হিসেবে আমার জন্য অত্যন্ত আনন্দের ও গর্বের। আমার বিশ্বাস, ভবিষ্যতে এই বাহিনীর সদস্যরা সবসময় পেশাদারিত্ব বজায় রেখে তাদের দায়িত্ব পালন করবে।

সুধিমন্ডলী,

আমাদের সরকার দেশের উন্নয়নের জন্য কাজ করে যাচ্ছে। লাখো শহিদের রক্তে অর্জিত মহান স্বাধীনতাকে অর্থবহ করতে সমাজ এবং দেশের প্রতিটি ক্ষেত্রেই উন্নয়নের প্রয়োজনীয়তা অনস্বীকার্য।

আমাদের উন্নয়ন প্রচেষ্টা জন-মানুষকে ঘিরে আবর্তিত। আমরা প্রতিটি মানুষের মূল্যবোধের প্রতি শ্রদ্ধাশীল। জনগণের কল্যাণ, নিরাপত্তা ও অর্থনৈতিক স্বচ্ছলতা আনতে আমরা দেশে ব্যাপক উন্নয়ন কর্মকান্ড চালিয়ে যাচ্ছি।

আমাদের আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন বিশ্ব দরবারে প্রশংসিত হয়েছে। প্রশংসা অর্জনের সাথে সাথে ঈর্ষান্বিতও করেছে অনেককে। ক্ষমতাকে আমি সব সময় জনগণের সেবার এক মহান সুযোগ হিসাবে দেখে এসেছি। এজন্য যতটুকু সময় পাই দেশের ও মানুষের জন্য কাজ করতে চাই। আমার নিরাপত্তার দায়িত্বে নিয়োজিত থাকায় তোমাদেরও বিরতিহীনভাবে কাজ করতে হয়। এতে তোমরা পরিশ্রান্ত হলেও মানসিক শক্তি ও উদ্যমে কখনোই দুর্বল হও না। আমি তোমাদের এ আন্তরিকতার জন্য প্রত্যেককে অভিনন্দন জানাই।

যারা আমাদের স্বাধীনতাকে মন থেকে মেনে নিতে পারেনি, তারা সবসময়ই আমাদের বিরুদ্ধে চক্রান্ত করেছে। সে সমস্ত দেশী-বিদেশী চক্র আমাদের উন্নয়ন প্রচেষ্টাকে বাধাগ্রস্ত করতে সর্বশক্তি প্রয়োগ করছে। বিশ্ব দরবারে আমাদের দেশের একটি নেতিবাচক ভাবমূর্তি তৈরি করার জন্য তারা বেছে নিয়েছে কাপুরুষোচিত এবং ধ্বংসাত্মক কৌশল। গুপ্তহত্যা, টার্গেট কিলিংসহ নিরীহ মানুষকে হত্যা করে আমাদের নিরাপত্তা ব্যবস্থাকে বহির্বিশ্বে প্রশ্নবিদ্ধ করাই তাদের মুখ্য উদ্দেশ্য। এই অপশক্তির মোকাবেলায় আমাদের নিরাপত্তা সংগঠনগুলোকে সমন্বিত উপায়ে একটি সুদূরপ্রসারী কৌশল অবলম্বন করে একসাথে কাজ করতে হবে।

আমি বিশ্বাস করি, বাঙালি জাতি এই সমস্ত অপশক্তির বিরুদ্ধে একসাথে রুখে দাঁড়াবেই। অতীতে আমরা অনেক বাধা বিপত্তির সম্মুখীন হয়েছি। কিন্তু আমরা আমাদের সাহসিকতা ও দেশপ্রেম দিয়ে সবকিছু মোকাবিলা করেছি, মাথা উঁচু করে দাঁড়াতে শিখেছি।

এসএসএফসহ সমস্ত নিরাপত্তা ও আইন প্রণয়নকারী সংস্থাকে আমি বলব, পেশাদারিত্ব ও বুদ্ধিবৃত্তির সমন্বয়ে স্ব-স্ব অবস্থানে নিজেদের ভূমিকা সঠিকভাবে পালন করার জন্য। আমাদের একটা বিষয় মনে রাখতে হবে যে, **উন্নয়ন ব্যতিত নিরাপত্তা অর্জন অসম্ভব, আর নিরাপত্তা ব্যতিত উন্নয়ন অর্থহীন**। তাই আমাদের দেশের উন্নয়নের স্বার্থেই আমাদের নিরাপত্তা ব্যবস্থা যাতে গুটিকয়েক কুচক্রী ও মুক্তিযুদ্ধের চেতনাবিরোধী ব্যক্তির কারণে প্রশ্নবিদ্ধ না হয় সেদিকে খেয়াল রাখতে হবে। সে হিসাবে এসএসএফ-এর প্রত্যেক সদস্যই আমাদের জাতীয় উন্নয়ন ও অর্জনের অংশীদার।

সুধী,

জঙ্গিবাদ ও চরমপন্থা এখন একটি বৈশ্বিক সমস্যা। আপাতদৃষ্টিতে মতাদর্শিক দ্বন্দ্ব এবং ধর্মভিত্তিক রাজনৈতিক আকাঙ্ক্ষা এই বৈশ্বিক সমস্যা সৃষ্টি করেছে বলে মনে করা হয়। কিন্তু বিগত ১ জুলাই গুলশানের হলি আর্টিজান রেস্টুরেন্ট-এ কিছু দুস্কৃতিকারী কাপুরুষোচিত আক্রমণ করে যেভাবে নিরীহ দেশী-বিদেশীদেরকে নির্মমভাবে হত্যা করেছে তার সাথে ইসলামী মূল্যবোধের কোন সম্পর্ক নেই।

বাংলাদেশ একটি শান্তিপ্রিয় দেশ হিসেবে বিশ্ব দরবারে পরিচিত। এ ধরনের হীন দুস্কর্মের মাধ্যমে আমাদের ভাবমূর্তি নষ্ট করাই তাদের মূল উদ্দেশ্য। সন্ত্রাসীদের কোন ধর্ম নেই বরং তারাই ইসলামের সবচে' বড় শত্রু। এ ধরনের জঙ্গি হামলাকে প্রতিরোধ করে সমূলে এই দেশ থেকে সন্ত্রাসী কর্মকান্ডকে উৎপাটন করার জন্য প্রয়োজন একটি পরিকল্পিত কর্মপন্থা। বিশেষ করে প্রযুক্তির এই যুগে, প্রতিটি নিরাপত্তা বাহিনীর সদস্যকে অত্যন্ত সতর্কভাবে তাঁদের দায়িত্ব পালন করতে হবে। এসএসএফ-এর সদস্যদেরকেও অবশ্যই সেই অনুযায়ী দায়িত্ব পালন এবং প্রযুক্তিনির্ভর প্রস্তুতি নিয়ে সময়ের সাথে সমতালে চলতে হবে।

এসএসএফ এর প্রিয় সদস্যবৃন্দ,

আমি জানি, সরকার ঘোষিত ভিআইপিগণের নিরাপত্তা প্রদানে তোমরা দৃঢ় প্রতিজ্ঞ, এমনকি নিজের জীবনের বিনিময়ে হলেও সে দায়িত্ব পালনে তোমরা অকুণ্ঠচিত্ত। আর এজন্যই দেশ ও জাতি তোমাদেরকে বিশেষ আসনে অধিষ্ঠিত করেছে।

এসএসএফ এর সকল সদস্যদের পেশাগত দক্ষতা অর্জনের পাশাপাশি চারিত্রিক দৃঢ়তা, উন্নত শৃঙ্খলা, সততা, দায়িত্বশীলতা এবং মানবিক গুণাবলীর বিষয়গুলো গুরুত্বের সাথে বিবেচনা করতে হবে। নিশ্ছিদ্র নিরাপত্তা বলয় গড়ে তোলার জন্য সকল সহযোগী এজেন্সির সাথে সুসম্পর্ক, নিবিড় যোগাযোগ ও সমন্বয় রাখতে হবে। একই সাথে ভিআইপিদের জনসংযোগের বিষয়টিও গুরুত্বের সাথে বিবেচনায় রাখতে হবে।

প্রজাতন্ত্রের সকল ক্ষমতার মালিক জনগণ। সংসদীয় গণতান্ত্রিক ব্যবস্থায় সরকারের প্রতিটি কার্যক্রম জনকল্যাণে প্রণীত ও বাস্তবায়িত হয়। জনবিচ্ছিন্ন থেকে জনসেবা নিশ্চিত করা যায় না। জনপ্রতিনিধি হিসেবে আমরা জনগণের কাছে দায়বদ্ধ। কোন আচরণে সাধারণ জনগণ যেন কষ্ট না পায় সে দিকে সব সময় সজাগ দৃষ্টি রাখতে হবে।

দায়িত্ব পালন এবং জনগণের প্রত্যাশা এ দুইয়ের মধ্যে সমন্বয় করতে হবে। জনগণ থেকে দূরত্ব সৃষ্টি করে নয়, বরং জনসম্পৃক্ততা স্বাভাবিক রেখেই পেশাদারিত্বের পরিচয় দিয়ে সর্বোচ্চ নিরাপত্তা নিশ্চিত করাই হবে তোমাদের কৃতিত্ব।

সুধিমন্ডলী,

আমাদের সরকার এসএসএফ-এর সদস্যদের জন্য উন্নত প্রশিক্ষণ, অবকাঠামোগত এবং অন্যান্য প্রশাসনিক সুযোগ-সুবিধা নিশ্চিত করেছে। এসএসএফ অফিসার্স মেস, অফিসার ও কর্মচারীদের জন্য নির্মিত বহুতল আবাসিক ভবনসহ বিদ্যমান বিভিন্ন সুযোগ-সুবিধা আরও বৃদ্ধি করা হয়েছে। বিশেষ করে তৃতীয় ও চতুর্থ শ্রেণির কর্মচারিদের জন্য বহুতল আবাসিক ভবন নির্মাণের কাজ সমাপ্তকরণের পাশাপাশি এসএসএফ অফিসার্স মেসের ভার্টিকেল এক্সটেনশনের উদ্যোগ নেয়া হয়েছে।

অপারেশনাল কার্যক্রম সুচারুভাবে পরিচালনার জন্য যুগোপযোগী প্রযুক্তিগত উন্নয়ন এবং সংযোজনের বিভিন্ন পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়েছে। ইতোমধ্যে তা দ্রুত বাস্তবায়নের জন্য আমি সংশ্লিষ্ট সকলকে নির্দেশনা প্রদান করেছি। এছাড়াও, এসএসএফ-এর ঝুঁকি ভাতা বৃদ্ধির বিষয়ে আমি নির্দেশনা প্রদান করেছি।

সরকারি দায়িত্বের পাশাপাশি প্রত্যেকেরই সামাজিক ও পারিবারিক দায়িত্ব রয়েছে। এসএসএফ সদস্যরা কর্মব্যস্ততা সত্ত্বেও তাঁদের পারিবারিক ও সামাজিক দায়িত্ব পালন করছেন জেনে আমি আনন্দিত। আমি মনে করি, এ ধরনের সামাজিক অনুষ্ঠানের মাধ্যমে পারস্পরিক সৌহার্দ্য ও সম্প্রীতি বাড়বে। তোমাদের সন্তানদেরও সুনাগরিক হিসেবে গড়ে উঠতে সহায়তা করবে।

আমি আশা করি, পেশাগত দায়িত্ব পালনের পাশাপাশি পরিবারের প্রতি আরও যত্নশীল হবে। কারন, সাফল্যের পিছনে পরিবারের সদস্যদের যথেষ্ট সহযোগিতা রয়েছে।

আমি তোমাদের প্রত্যেককে আমার পরিবারের সদস্য মনে করে প্রতিদিন ভোরে নামাজ ও কুরআন তেলওয়াতের পর দেশবাসী, আমার বাবা-মাসহ পরিবারের সদস্যবর্গ এবং তোমাদের সকলের জন্য মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের কাছে দোয়া করি। তোমাদের ও তোমাদের পরিবারের সদস্যদের সুস্বাস্থ্য, সুখী, সুন্দর, নিরাপদ জীবন কামনা করি।

সুধিবৃন্দ,

আমি বিশ্বাস করি, সুযোগ্য নেতৃত্ব, সঠিক দিক নির্দেশনা এবং এই বাহিনীর প্রত্যেক সদস্যের পেশাদারিত্ব এবং আন্তরিকতার মাধ্যমে এসএসএফ-এর উত্তরোত্তর উন্নতি অব্যাহত থাকবে। শৃঙ্খলা, আনুগত্য এবং পেশাগত মান বিচারে এই বাহিনী হয়ে উঠুক একটি আদর্শ নিরাপত্তা বাহিনী -এই কামনা করে আমার বক্তব্য শেষ করছি।

সকলকে আবারও ধন্যবাদ।

খোদা হাফেজ।

জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু

বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।

...